দৈনিক ইত্তেফাক
137 ~~136~~
তারিখ 01 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 2 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সংকট

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য ছাত্র বেতন বর্তমানের তুলনায় ৩ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(শেষ পৃঃ পর)

গতকাল (শনিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের মুলতবী অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরের বাজেট পেশকালে কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ ফারুক এই প্রস্তাব করেন।

অধিবেশনে আগামী অর্থ বছরের জন্য ২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার ঘাটতিসহ প্রায় ৩৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়। বাজেট বক্তৃতায় কোষাধ্যক্ষ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক অবস্থা এমন এক চরম পর্যায়ে পৌছিয়াছে, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কখনও ঘটে নাই। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি প্রতিষ্ঠানে কোন ঘাড়তি বাজেট থাকার কথা নয়। কোষাধ্যক্ষ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারী অনুদানের বিকল্প হিসাবে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্ততঃ ২০ কোটি টাকার একটি বরাদ্দ এবং ব্যয় সংকোচনের জন্য কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ১০ ভাগ ছাঁটাই করার প্রস্তাব করেন।

সিনেটের চেয়ারম্যান ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গতকালের অধিবেশনে প্রফেসর ম, আখতারুজ্জামান, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, ডঃ এ, টি, এম, জহুরুল হক, ডঃ এম, এ, মান্নান, প্রফেসর এ, কে আজাদ চৌধুরী, ডঃ রঙ্গলাল সেন, ডাকসু মনোনীত ছাত্র প্রতিনিধি আমান উল্লাহ আমান, ফজলুল হক মিলন, মনিরুজ্জামান মনির, গৌতম মিত্র প্রমুখ বাজেটের উপর আলোচনা করেন।

বাজেট বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংকট ও সমস্যার উল্লেখ করিয়া কোষাধ্যক্ষ বলেন, মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছে, নয়া অর্থ বছরের বাজেটের জন্য বিগত বছরের চাইতে বেশী বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয়। মঞ্জুরী কমিশন জানাইয়াছে যে, বিগত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক আর্থিক অনিয়ম হইয়াছে। যাহার মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি এবং কর্মচারীদের পদবী ও বেতনক্রম পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। কাজেই বাজেটের বাহিরে নিয়োগজনিত কারণে যে ঘাটতি দেখা দিয়াছে তাহা দেশের সামগ্রিক আর্থিক প্রেক্ষাপটে সরকারী উৎস হইতে মিটানো সম্ভব নয়।

শিক্ষক প্রতিনিধি বক্তাগণ মঞ্জুরী কমিশনের সমালোচনা করিয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সহযোগিতা করার জন্য মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হইলে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী ভূমিকা অব্যাহত রাখিয়াছে। ছাত্র প্রতিনিধিদের পক্ষে ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান বিগত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট আর্থিক অনিয়ম তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী করেন। ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আমান বলেন, ছাত্রদের বেতন ৩ গুণ বৃদ্ধি নয়, ৩ গুণ হ্রাস করিতে [illegible]। আজ (রবিবার) সকাল [illegible]ন্ত অধিবেশন মুলতবী রাখা হ[illegible]।